ডিএমপির সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন বরখাস্ত



সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সাবেক ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সরকার। সরকারি চাকরিবিধি অনুযায়ী তাঁর অনুপস্থিতিকে 'পলায়ন' হিসেবে বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-১ শাখা থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে জারি করা আদেশে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট থেকে এ বরখাস্ত কার্যকর বলে গণ্য হবে।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কর্মস্থলে অনুপস্থিত হন। তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইলে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কাজে যোগ দেননি।

এ ঘটনায় বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশ অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের ১৫ এপ্রিল তাঁর বিরুদ্ধে ০০৫/২০২৫ নম্বরে বিভাগীয় মামলা হয়। অভিযোগের বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলেও তিনি কোনো জবাব দেননি কিংবা সময় বাড়ানোর আবেদন করেননি।

পরে গত ২২ জুন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত শেষে ৬ আগস্ট জমা দেওয়া প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

এরপর ২০ আগস্ট দ্বিতীয় দফায় কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হলেও হারুন অর রশীদের কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। চাকরি থেকে বরখাস্তের মতো গুরুদণ্ড দেওয়ার বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে গত ১ অক্টোবর কমিশন এ শাস্তির পক্ষে মত দেয়।

বিভাগীয় মামলার নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ পর্যালোচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত ২৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী প্রজ্ঞাপনটি জারি করেন। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হলেও বরখাস্তের কার্যকারিতা ধরা হয়েছে ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট থেকে।